কালের কণ্ঠ

উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে গবেষণার সংস্কৃতি আরো শক্তিশালী করেছি

প্রকাশ: ১৬ জুলাই, ২০২৬ ০০:০০

পৃথিবী এখন এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রায় সবকিছুকেই নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে। উচ্চশিক্ষাও তার ব্যতিক্রম নয়।

আপনি কি মনে করেন প্রযুক্তি শিক্ষার পাশাপাশি দায়িত্বশীল এবং মানবিক মানুষ গড়ে তোলাও একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সমান রকম গুরুত্বপূর্ণ?

প্রফেসর ড. ইয়াসমীন আরা লেখা
উপাচার্য, উত্তরা ইউনিভার্সিটি

প্রযুক্তি তো আসলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মূল্যবোধ, দায়িত্ববোধ এবং মানবিকতা এগুলো একজন মানুষকে তার স্থায়ী পরিচয় তৈরি করে দেয়। তাই আমরা এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই, যেখানে একজন শিক্ষার্থী শুধু প্রযুক্তিতে দক্ষ পেশাজীবী হবে এমনটা নয়; বরং সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতা থাকবে, সে নৈতিকতার সঙ্গে জীবন যাপন করবে, একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। এআই আমাদের কাজকে সহজ করবে, হয়তো ক্ষেত্র বিশেষে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে; কিন্তু আমাদের সৃজনশীলতা কিংবা এক মানুষের প্রতি অন্য মানুষের সহমর্মিতা, সহানুভূতি এসব মানবিক বিষয় একান্তই মানুষের কাছে থেকে যাবে।

তাই আমি মনে করি প্রযুক্তি এবং মানবিকতার এই সমন্বয়ই আগামী দিনের উচ্চশিক্ষার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এবং একই সঙ্গে সবচেয়ে বড় সুযোগ।

আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরে কর্মক্ষেত্রের চাহিদা দ্রুত বদলে যাবে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উত্তরা ইউনিভার্সিটি কী ধরনের গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে চাইবে?

শুরুতেই বলে রাখি, আমাদের লক্ষ্য কিন্তু শুধু চাকরির জন্য গ্র্যাজুয়েট তৈরি করা নয়। আমরা কর্মমুখী শিক্ষার ওপর প্রাধান্য দিই; কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের লক্ষ্য থাকে এমন মানুষ গড়ে তোলার, যারা চিন্তা-ভাবনায় সৃজনশীল হবে, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করবে, গবেষণা করবে কিংবা নিজেরাই উদ্যোক্তা হয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

সে কারণেই আমরা পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি হাতে-কলমে শেখার ওপর গুরুত্ব দিই, আমরা গবেষণা, ল্যাবভিত্তিক শিক্ষাকে বাড়তি প্রাধান্য দিই, যাতে শিল্প খাতে যখন যে দক্ষতার চাহিদা দেখা দেয় সেটা মেটানোর যোগ্যতা আমাদের শিক্ষার্থীদের থাকে।

আজকে সিএসইর একজন শিক্ষার্থী শুধু একটা প্রোগ্রামিং ভাষা জানবে—এমনটা হলে তো চলবে না; তাকে শেখার দক্ষতাটাকেই এমনভাবে রপ্ত করতে হবে, যেন জীবনের যেকোনো সময় সে যেকোনো নতুন জিনিস শিখে ফেলতে পারে। আজীবন শিখে যাওয়ার মানসিকতা তৈরি করে ফেলতে পারলে আমাদের শিক্ষার্থীরা বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের জায়গা তৈরি করে নিতে পারবে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি উচ্চশিক্ষাকে আন্তর্জাতিকীকরণ করাটা সারা পৃথিবীতেই আলাদা গুরুত্ব পাচ্ছে। বৈশ্বিক একাডেমিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আপনাদের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য কী?

যোগাযোগের এই যুগে উচ্চশিক্ষা যে আর কোনো দেশের সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই এটা আমরা খুব ভালো করে বুঝি।

জ্ঞান, গবেষণা এবং উদ্ভাবনের ভাষা এখন বৈশ্বিক, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে যে কেউ যেকোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে, জানাতে পারে। এটা বুঝি বলেই আমরা এমন একটা একাডেমিক পরিবেশ তৈরি করতে চাইছি, যেখানে গবেষণা হবে আন্তর্জাতিক মানের, শিল্প খাতের সঙ্গে থাকবে অর্থবহ সংযোগ এবং আমাদের শিক্ষার্থীরা নিজেদের সক্ষমতার প্রমাণ বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মে দেওয়ার সুযোগ পাবে। আমরা উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে গবেষণার সংস্কৃতিকে আরো শক্তিশালী করেছি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়াতে ২৫টা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছি এবং আমরা চাইছি এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে, যেখানে আমাদের শিক্ষার্থীরা বিশ্বের যেকোনো জায়গায় নিজেদের প্রমাণ করার আত্মবিশ্বাস পাবে।

অনেক শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক এখন বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করেন ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বিবেচনা করে। তাঁদের উদ্দেশে আপনি কী বার্তা দিতে চান?

আমি সব সময় বলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুধু একটা ডিগ্রি দেয় না; বরং তার কাজ একজন শিক্ষার্থীকে চিন্তা করতে শেখানো, ভাবতে শেখানো, তার শেখার দক্ষতা তৈরি করে দেওয়া। তাই অভিভাবকদের আমি বলব, সন্তানদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বেছে নিতে গিয়ে শুধু নাম কিংবা অবকাঠামো না; বরং সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে শিক্ষার মান কেমন, গবেষণার সুযোগ আছে কি না, শিক্ষকদের আন্তরিকতা এবং তাঁরা আসলেই কর্মমুখী শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয় কি না, সেটা দেখে নেওয়া উচিত। উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে আমরা শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রস্তুত করতে চাই, যাতে তারা কখনো কোনো দিন পরিবর্তনকে ধেয়ে আসতে দেখে ভয় না পায়; বরং তারাই যেন পরিবর্তনকে এগিয়ে দিতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা কোনো একটা চাকরিতে

টিকে নয়; বরং নতুন কিছু শেখার এবং নিজেকে প্রতিনিয়ত নতুন করে গড়ে তোলার সক্ষমতা।

আপনার নেতৃত্বে উত্তরা ইউনিভার্সিটির আসছে সময়টাকে কেমন দেখতে চান? যদি আগামী ১০ বছর পর কেউ আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে মূল্যায়ন করে, তাহলে কোন তিনটা অর্জনের কথা আপনি নিজেই বলবেন?

আমি চাই, আগামী ১০ বছরে উত্তরা ইউনিভার্সিটি এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হোক, যাকে শুধু বাংলাদেশের নয়, দক্ষিণ এশিয়ার উচ্চশিক্ষার একটি মানদণ্ড হিসেবে দেখা হবে। যদি তিনটি বিষয় বলি, তাহলে প্রথমত, আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরি করা। দ্বিতীয়ত, দেশের শিল্প খাতের চাহিদার সঙ্গে মিল রেখে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখতে পারা। আর তৃতীয়ত, আমাদের ক্যাম্পাসে একটা মানবিক, প্রযুক্তিবান্ধব এবং আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এমন একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলা, যেখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের সর্বোচ্চ সম্ভাবনাকে ঠিকভাবে বিকশিত করার সুযোগ পাবে।

আমাদের ফাউন্ডার প্রফেসর ড. এম আজিজুর রহমানের যে স্বপ্ন ছিল উত্তরা ইউনিভার্সিটিকে ঘিরে, যে এটা একটা ভবিষ্যত্মুখী, গবেষণানির্ভর এবং আন্তর্জাতিক মানের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হবে, আমি চাই সেই স্বপ্নটাকে আরো বিস্তৃত পরিসরে বাস্তব রূপ দিতে। এটুকু অর্জন করতে পারলে ধরে নেব আমি সফল।